'মহি'

মজিবর রহমান তালুকদার

২০ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৫

মহি অনেকখন যাবৎ একটা কথা বলার জন্য চেষ্টা করছিল কিন্তু পারছিলনা। যতবারই বলার চেষ্টা করে ততবারই কেউ না কেউ ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়। আর দিবেই বা না কেন, পাড়ার মান ইজ্জত ও একটা অসহায় এতিম মেয়ের এত বড় সর্বনাশকারীর বিচার করার জন্য এপাড়া এবং উওর পাড়ার অনেক গন্যমান্য ব্যাক্তি সহ সবাই পাড়ার মসজিদের সামনে ঈদগার মাঠে আজ একত্রিত হয়েছে। মহির মত লোকের কথা শোনার মত সময় তো আজ কারও থাকার কথা নয়। আর তাদের ধমককে উপেক্ষা করে মহি কিছু বলতেও সাহস পাচ্ছিলনা। আর পাবেই বা কি করে , এইতো মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগের ঘটনা এই ঈদগা মাঠেই ঈদের জামাতে কয়েকশ লোকের সামনে তাকে একশ বার কান ধরে উঠবস করানো হয়েছিল রোজা ভাঙ্গার অভিযোগে। প্রায় প্রতি শুক্রবারেই মহিকে বাড়ী থেকে ধরে টেনে হিচড়ে আনতে হয় জুম্মার নামাজে সামিল হওয়ার জন্য। বারবার তাকে বাড়ী থেকে ধরে আনতে হয় বলে বিরক্ত হয়ে ইমাম সাহেবের নির্দেশে মসজিদের মুয়াজ্জিন সাহেব মহিকে দশ ঘা জুতাপেটা করেছেন, তাও আবার ঈমাম সাহেবেরই তালিমারা চপ্পল দিয়ে। আর উপস্থিত নামাজিদে মধ্য থেকে মাতব্বর কিছিমের অনেকে কড়া নজর রেখেছিল যাতে ঈমাম সাহেবের আদেশ ঠিকমত কার্যকরী করা হয়। সেই কথা মনে হলে মহির পিঠে আজও ব্যাথা অনুভব করে। রোজ রোজ চোখের সামনে ছেলের এই রকম অপদস্ত হওয়া দেখে মহির দিন মজুর বৃদ্ব পিতা মনে মনে কষ্ট পেলেও বখাটে ছেলেকে দ্বীনের রাস্তায় আনার চেষ্টার জন্য ঈমাম সাহেব এবং মাতব্বরদের ধন্যবাদ জানায় অসংখ্য বার। দশ-বার বছর হলেই যেখানে নামাজ পড়া ফরজ সেখানে আঠার-উনিশ বছরের মহি ঠিক মত রোজা নামাজ করে না একি মহির পিতার কম কষ্ট! তার পরও চোখের সামনে ছেলের উপর এই **অত্যাচারে** বৃদ্ব অসহায় গরিব পিতার বুকটা ভেঙে যায় কিন্তু বলার কোন উপায় নাই, তাই হাসি মুখে ঈমাম সাহেবকে ধন্যবাদ জানায় শতবার। আজ কিনা সেই ঈমামেরই অপকীর্তির বিচার হচ্ছে এই বিচার সভায়! ঈমামের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস ভঙের বেদনায় মহির পিতার মনটা কিছুটা আহত হলেও কোথায় যেন একটা সুখও অনুভব করছে। মহি কিছু একটা বলতে চাচ্ছে এবং এটা সবাই শুনুক মহির পিতা মনে মনে চাইলেও পাছে মাতব্বরদের বিষদৃষ্টিতে পরে আবার কোন কঠিন সাজা পায় এই ভয়ে **"তুই চুপ কর ছাগল"** বলে পিতাও মাঝে মাঝে মহিকে থামিয়ে দিচ্ছিল। এই ভাবে বার বার ধমক খেয়েও মহি কেবলই সুযোগ খুজতে ছিল কি করে তার না বলা মনের কথাটা বলা যায়।

বিচার কার্য চলছিল তোর জোরেই। তথ্য প্রমান সব কিছুই ঈমামের বিরূদ্ধে একের পর এক প্রমানিত হচ্ছে। আর সবাই হতভম্ব হয়ে যাচ্ছে। গত তিন তিনটি কছর ধরে যে লোকটির পিছনে পরম ভক্তিভরে নামাজ পরেছে, যার কথা বিনা বাক্যব্যায়ে সবাই নত মস্তকে মেনে নিয়েছে । আজ কিনা তারই পরিচয় প্রকাশ পাচ্ছে এই পাড়ারই একটি এতিম গরীব মেয়ের চরম সর্বনাশকারী নায়ক হিসাবে!! এযে বিশ্বাসই করা যায় না। একটু দুরেই একটা নারিকেল চারার আড়ালে গুটিসুটি হয়ে বসেছিল নির্যাতিতা মেয়েটি যার বক্তব্য বেশকিছুক্ষন আগেই সবাই শুনেছে। পাশেই মেয়েকে শক্ত হাতে বুকে জড়িয়ে বসেছিল মেয়েটির মা। তার অসহায় করূন চেহারা দেখে যে কোন লোকের বুঝতে বাকি থাকেনা কত বড় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে এই গরীব বিধবার মাথায়।

সভার মাঝখানটায় মাতব্বরদের পাশেই নতমস্তকে বসেছিল ঈমাম সাহেব। বিচারকদের প্রশ্নের কিযে উওর সে দিচ্ছিল তা উপস্থিত সবাই ঠিক মত শুনতে না পারলেও সে যে নিজেকে নির্দোষ বলেই দাবী করছিল তা সবাই বুঝতে পারছিল। প্রায় ঘন্টা খানেক জেরা করেও যখন ঈমামের মুখ থেকে শুধু 'আস্তাগফেরূল্লাহ', 'নাউজুবিল্লাহ', 'কেয়ামতের আর বেশী দেরি নাই', ইত্যাদি শব্দসমুহ ছাড়া আর বিশেষ কিছুই বের করা যাচ্ছিল না তখন বিচারসভা ক্রমান্নয়ে গরম হচ্ছিল। পাড়ার কয়েকটা যুবক ছেলে প্রথম থেকেই বুঝতে ছিল যে সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না কিন্তু মাতব্বরদের ভয়ে কিছু বলতে পারছিল না।

প্রধান মাতব্বর সাহেব ঈমামকে উদ্দেশ্য করে অনেকটা রাগত সুরেই বললেন, "হুজুর আপনাকে শেষ বারের মত জিজ্ঞাসা করছি আপনি সত্যি সত্যি বলুন -এই এতিম মেয়েটি আপনাকেই তার পেটের সন্তানের পিতা বলে দাবী করছে, এটা কি সত্যি"? ঈমাম কিছুক্ষন নিরব থেকে হঠাৎ করেই নাটকীয় ভঙ্গিতে দুহাত আকাশের দিকে তুলে বলে উঠলেন - হে আল্লাহ তুমি হজরত আয়ুব নবীকে যেমনি করে কঠিন পরীক্ষা নিয়েছিলে আমাকেও কি তেমনি করে-----। ঈমামের মুখের কথা শেষ হতে পারলনা, মাতব্বরগন বুঝে উঠার আগেই " ওরে শা-- কদমায়েশ, আয়ুবের বাচ্চা-বদমায়েসী করার আর জায়গা পাস না" বলেই কয়েকটা যুবক ঈমামের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। চোখের পলকে এক নিমেশেই কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল ঠিক বুঝা গেল না। বুঝা গেল তখন যখন মাদব্বরদের কয়েকজন কোন রকমে আক্রমনকারীদের হাত থেকে ঈমামকে কোন রকমে উদ্ধার করে মাটি থেকে টেনে তুললেন। ঈমামের মাথার গোল টুপিটা কোথায় ছিটকে পরেছে ঠিক বুঝা গেল না তবে তার গায়ের সাদা আলখাল্লাটির ছিন্নভিন্ন অবস্থা সবাইকে বুঝিয়ে দিল যে এইমাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তার উপর দিয়ে কত বড় সুনামির ঢেউয়ের ধাক্কা বয়ে গেল।

ততক্ষনে সভা বেশ গরম হয়ে গেছে।এবার মাতব্বর সাহেব আবার ঈমামকে গম্ভির ও কঠিন সুরে জিজ্ঞাসা করলেন- আপনি কি সত্যি কথা বলবেন নাকি ছেলেদের হাতেই আপনাকে তুলে দিব? ঈমাম তখন আস্তে আস্তে সবিস্তারে বর্ননা করতে লাগলেন। কেমন করে গত এক বছরে সয়তানের প্ররোচনায় পরে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে মেয়েটির সর্বনাশ করেছে। নিজের পাপ স্বীকার করে মেয়েটিকে কিয়ে করবে বলে কথা দিল। অতএব উপস্থিত সবাই তখন আর ঈমামকে সাজা না দিয়ে পাড়ার জামাই করার আয়োজনে ব্যাস্ত হয়ে পড়ল। সভা এখনই ভেঙ্গে যাবে দেখে মহি আর ঠিক থাকতে পারলনা এক লাফে মাঝখানে এসে দুহাত উপরে তুলে সবাইকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে বলল " আপনারা আমার একটা কথা শুনুন, আমার কথাটা না শুনে দয়া করে যাবেন না"। এবার আর কেহ মহিকে ধমক দিল না বরং সবাই যেন তার কথাটা শোনার জন্য একটু অপেক্ষা করে নিরব সম্মতি দিল। মাতব্বর সাহেব অনুমতি দিলে মহি বলতে লাগল " আমি অশিক্ষিত নাদান মানুষ কোন দিন ঠিকমত রোজা-নামাজ করি নাই। এই জন্য আপনারা আমাকে কম সাজা দেন নাই। সেজন্য আমার কোন দুঃখ নাই। দুঃখ আমার একটাই যে আপনাদের সাজার ভয়ে আমি এই ঈমামের পিছনে কয়েক ওয়াক্ত নামাজ পড়ে যে পাপ করেছি আল্লাহ সে পাপ মাপ করবে কিনা জানিনা। আপনারা দয়া করে আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লা যেন আমার এই পাপ মাফ করে দেয়"।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, উপরে বর্নিত ঘটনাটি আমি প্রত্যক্ষ করেছি আমার কিশোর বয়সে এখন হতে প্রায় ২০/২২ বছর আগে। তারপর পড়াশুনার পাঠ চুকিয়ে জীবিকার তাগিদে দেশ ছেরে বিদেশে চলে এসেছি সেও এক যুগের উপরে হতে চলল। আমি জানি না মহিউদ্দিন ওরফে মহি এখন কোথায় আছে, কেমন আছে, ভাল আছে নাকি মন্দ আছে । হয়ত তার যুবক বয়সের সেই দিন মজুরি পেশাতেই জীবিকা নির্বাহ করতেছে অথবা অন্য কিছু। তবে ২০০১ সালের "সালসা নির্বাচনে" (জনাব ছগীর আলী সাহেবের উদৃতি থেকে নেওয়া) মহি যে অংশ গ্রহন করে নাই অথবা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয় নাই তা হলফ করে বলতে পারি। যদি হত তবে মহির দেওয়া নিম্নলিখিত বিবৃতিটি আমরা খবরের কাগজে দেখতে পেতাম-

প্রিয় দেশবাসী,
আমি মহিউদ্দিন চৌধুরী মহি ২০০১ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ সদস্য হয়েও নিজের ব্যবসা-বানিজ্য ও ধান্দাবাজীর কারনে কোন দিনই রিতিমত সংসদ অধিবেশনে যোগদান করি নাই। তবে সদস্যপদ টিকিয়ে রাখার জন্য আমাকে বাধ্যহয়েই মাঝে মধ্যে অধিবেশনে যোগ দিতে হয়েছে। বর্তমান স্পীকারের মত একজন মিথ্যাবাদী লোকের (যখন জনাব কিবরিয়া সাহেবের মৃত্যু সংবাদ আধ ঘন্টায় সারা পৃথিবী জানতে পারে

সেখানে আমাদের মাননীয় স্পীকার জানলেন পরদিন পত্রিকা পরে) পরিচালনায় মাত্র কয়েকটা দিন অধিবেশনে যোগ দিয়ে আমি যে অন্যায় ও পাপ করেছি তার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত। । আপনারা দয়া করে আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লা যেন আমার এই পাপ মাফ করে দেয়”।

মজিবর রহমান তালুকদার।
দি নেদারল্যান্ডস